তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৮৭১

দৈনিক কালবেলা পত্রিকায় প্রকাশিত ভিত্তিহীন সংবাদের প্রতিবাদ

ঢাকা, ৭ জ্যৈষ্ঠ (২১ মে):

আজ দৈনিক কালবেলা পত্রিকায় ‘মার্কিন নিষেধাজ্ঞা আসছে, প্রস্তুত সরকার’ শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদের প্রতি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেনকে হেয় করতে, উক্ত সংবাদের একটি অংশে, সম্পূর্ণ উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে, ‘তিনি মন্ত্রী হওয়ার আগে একটি চীনা প্রতিষ্ঠানের লবিস্ট হিসেবে কাজ করতেন’ মর্মে যা উল্লেখ করা হয়েছে-যা সর্বৈব মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেনের নামে এধরনের মিথ্যাচারের মাধ্যমে তাঁর মানহানির পাশাপাশি সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করা হয়েছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এই মিথ্যা, ভিত্তিহীন ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত সংবাদের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছে।

#

মোহসিন/পাশা/আরমান/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২৩/২১০০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৮৭০

**শেখ হাসিনার উন্নয়ন সমগ্র পৃথিবীকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে**

**--- নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী**

পরশুরাম (ফেনী), ৭ জ্যৈষ্ঠ (২১ মে):

নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আছেন বলেই দেশে উন্নয়ন হচ্ছে। শেখ হাসিনা আছেন বলেই পদ্মা সেতু, শেখ হাসিনা আছেন বলেই বঙ্গবন্ধু টানেল, শেখ হাসিনা আছেন বলেই ঢাকা-চট্টগ্রাম ছয় লেনের রাস্তা, শেখ হাসিনা আছেন বলেই ফেনী-রামগড়, বিবিরবাজার-আখাউড়া চার লেনের রাস্তা, শেখ হাসিনা আছেন বলেই যমুনা নদীর উপর বঙ্গবন্ধু সেতু, শেখ হাসিনা আছেন বলেই মাথাপিছু আয় ২৮০০ ডলার ছাড়িয়ে গেছে। শেখ হাসিনার উন্নয়ন সমগ্র পৃথিবীকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে। যখন বিশ্বব্যাংক, ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে সম্মান ও সম্ভাষণ জানায় নাগরিক হিসেবে আমরা দেশের ১৬ কোটি মানুষ সম্মানিত হই। বঙ্গবন্ধুর মতো তিনিও আমাদেরকে হিমালয়ের চূড়ায় নিয়ে গেছেন।

প্রতিমন্ত্রী আজ ফেনীর পরশুরাম উপজেলায় ‘বিলোনিয়া স্থলবন্দরের’উদ্বোধন উপলক্ষ্যে আয়োজিত সুধী সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান মোঃ আলমগীরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সংসদ সদস্য শিরীন আখতার, জেলা প্রশাসক আবু সেলিম মাহমুদ-উল হাসান, পুলিশ সুপার জাকির হাসান, পরশুরাম উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান কামাল উদ্দিন মজুমদার, বিজিবি'র অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্ণেল রকিবুল হাসান এবং প্রকল্প পরিচালক ডিএম আতিকুর রহমান।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের আওতায় ফেনী জেলার পরশুরাম উপজেলাধীন এই বিলোনিয়া স্থলবন্দরটি সম্পূর্ণরূপে বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে নির্মিত হয়েছে। এই প্রকল্পটি বাস্তবায়নে ৩৮ কোটি ৬৪ লাখ টাকা ব্যয় হয়েছে। ১০ একর জমিতে ভূমি উন্নয়ন, সীমানা প্রাচীর, অভ্যন্তরীণ রাস্তা, ওপেন স্ট্যাক ইয়ার্ড, পার্কিং ইয়ার্ড, একটি ওয়্যারহাউজ, ট্রান্সশিপমেন্ট শেডসহ একটি অফিস ভবন, একটি ডরমিটরী ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় বন্দরের ড্রেনেজ ব্যবস্থা স্থাপন, টয়লেট কমপ্লেক্স ও আমদানি-রপ্তানিকৃত পণ্যের সঠিক পরিমাপের লক্ষ্যে ১০০ মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন দু’টি ডিজিটাল ওয়েব্রিজ স্কেল নির্মাণ করা হয়েছে। এ বন্দর দিয়ে সকল ধরনের পণ্য আমদানি-রপ্তানি করা যায়।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সোনার বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে বঙ্গবন্ধুকন্যা কাজ করছে। আওয়ামী লীগ সরকারের সময় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরে ২০০১ সালের ১৪ই জুন বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। স্থলপথে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সম্ভাবনাকে বাস্তব রূপ দিতে প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার সঠিক দিকনির্দেশনায় ২৪টি স্থলবন্দর প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এসকল স্থলবন্দরের মধ্যে ইতোমধ্যে ১৪টি স্থলবন্দরের উন্নয়ন সম্পন্ন করে অপারেশনাল কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। ফেনী জেলার পরশুরাম উপজেলায় ‘বিলোনিয়া স্থলবন্দর’একটি।

প্রতিমন্ত্রী পরে ‘বিলোনিয়া স্থলবন্দর’ এর উদ্বোধন করেন।

#

জাহাঙ্গীর/পাশা/আরমান/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২৩/২০৩০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৮৬৯

**দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থায় অভূতপূর্ব উন্নয়ন হয়েছে**

**- পরিবেশমন্ত্রী**

বড়লেখা (মৌলভীবাজার), ৭ জ্যৈষ্ঠ **(২১ মে) :**

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকার ক্ষমতায় আসার পর দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থায় অভূতপূর্ব উন্নয়ন করা হয়েছে। সারা দেশে অসংখ্য রাস্তা পাকা করা হয়েছে ফলে মানুষের যোগাযোগে আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে।

আজ মৌলভীবাজারের বড়লেখা উপজেলা কলাজুড়া জিপিএস-গুদামঘাট রাস্তা, দোহালিয়া জিপিএস-কইয়ারিটিলা রাস্তা এবং আরএইচডি-পেনাগুল রাস্তার পাকাকরণ কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে পরিবেশ মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

পরিবেশমন্ত্রী বলেন, শুধু যোগাযোগ ব্যবস্থাই নয়, শিক্ষা, স্বাস্থ্য সামাজিক নিরাপত্তাসহ সকল ক্ষেত্রেই সরকারের উন্নয়ন কার্যক্রম যেকোনো সময়ের চেয়ে অনেক বেশি। মাদ্রাসাসহ সকল ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আধুনিক পাকা ভবন করা হয়েছে। শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি করা হয়েছে। ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেয়া হয়েছে। বিশ্বে বাংলাদেশ এখন উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বড়লেখা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক সোয়েব আহমদ এবং উপজেলা আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক ও উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান রফিকুল ইসলাম সুন্দর।

#

দীপংকর/পাশা/আরমান/সঞ্জীব/শামীম/২০২৩/১৯৪৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৮৬৮

**ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে সংশোধনী আনা হবে**

**-- আইনমন্ত্রী**

**ঢাকা**,৭ জ্যৈষ্ঠ **(২১ মে) :**

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক আবারও স্পষ্ট করে বলেছেন, মত প্রকাশের স্বাধীনতা বা গণমাধ্যমকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন (ডিএসএ) প্রণয়ন করা হয়নি, বা এটি করার জন্য ডিএসএ ব্যবহার করা হচ্ছে না। তিনি বলেন, এই আইনের অপব্যবহার রোধে তিনি বেশকিছু পদক্ষেপ নিয়েছেন। এ বিষয়ে একটি টেকসই সমাধান দরকার। এই সমাধানের অংশ হিসেবে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে কিছু সংশোধনী আনা হবে বলেও তিনি জানান।

আজ রাজধানীর মহাখালীতে ব্রাক বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাদেশে ডিজিটাল আইন ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা শীর্ষক এক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী এসব কথা বলেন। বাংলাদেশে জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারীর অফিস এবং ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

আইনমন্ত্রী বলেন, সংলাপ এবং আলোচনা একটি গণতান্ত্রিক সমাজের চাবিকাঠি। তাই সরকার সমাজের বিভিন্ন অংশ এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে পরামর্শ করতে উৎসাহিত বোধ করে। তিনি জানান, সরকার ডিএসএ- এর বিষয়ে জাতিসংঘ মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনার অফিসের সাথে দীর্ঘ আলোচনা করেছে, তাদের কিছু ইনপুট পেয়েছে এবং এটি পর্যালোচনা করছে। তিনি আরো বলেন, অনলাইনে নারীদের প্রায়ই হয়রানি করা হচ্ছে, যার সুরাহা হওয়া দরকার। ডিজিটাল স্পেসের যথেচ্ছ অপব্যবহারের মাধ্যমে দেশ, সরকার বা কোনও ব্যক্তির মানহানি করতে দেওয়া হবে না ।

মন্ত্রী বলেন, সময়ের প্রয়োজনে বর্তমানে সমস্ত দেশ ডিজিটাল স্পেসে পরিচালিত হচ্ছে। আমাদের জাতীয় স্বার্থ এবং যারা ডিজিটাল আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু ও আক্রমণের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ তাদের রক্ষা করা দরকার। এজন্য ডিএসএ দরকার। তাই এ আইন বাতিলের প্রশ্নই আসে না। তবে আইনটি সংশোধনের বিষয়ে পর্যালোচনা করা হচ্ছে। এটি অবশ্যই বিবেচনা করা হবে।

বাংলাদেশে জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারী গোয়েন লুইস এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে সংসদ সদস্য আহসান আদেলুর রহমান, ব্রাক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য প্রফেসর সৈয়দ মাহফুজুল আজিজ, সিনিয়র সাংবাদিক মঞ্জুরুল আহসান বুলবুল, প্রফেসর ড. কাবেরী গায়েন প্রমুখ বক্তৃতা করেন।

বক্তৃতা শেষে অংশগ্রহণকারীরা মুক্ত আলোচনায় অংশ নিয়ে আলোচকদেরকে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন নিয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন করেন।

#

রেজাউল/পাশা/আরমান/সঞ্জীব/শামীম/২০২৩/১৯১০ঘণ্টা

তথ্যবি**বরণী                                                                      নম্বর :** ১৮৬৭

**ডিজিটাইজেশন সাংবাদিকতায় প‌্যাড**

**কলমের যুগের অবসান ঘটিয়েছে**

**---মোস্তাফা জব্বার**

ঢাকা, ৭ জ্যৈষ্ঠ (২১ মে):

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার বলেছেন, ডিজিটাইজেশন সাংবাদিকতায় প‌্যাড-কলমের যুগের অবসান ঘটিয়েছে। ডিজিটাল যন্ত্রের ব‌্যবহার ও ডিজিটাল দক্ষতা অর্জন সাংবাদিকতার জন‌্য এখন অপরিহার্য। প্রচলিত মিডিয়া থেকে বহুগুণ বেশি তথ‌্য উপাত্ত ডিজিটাল মিডিয়াকে প্রতিনিয়ত সমৃদ্ধ করছে। তথ‌্য উপাত্ত পাঠক ও দর্শকের কাছে অডিও, ভিডিও কিংবা প্রিন্ট ভার্সনে গ্রহণযোগ‌্য করে উপস্থাপনের বিষয়টিও স্মার্ট যুগের সাংবাদিকতার জন‌্য বড় চ‌্যালেঞ্জ

মন্ত্রী আজ ঢাকা বিশ্ববিদ‌্যালয়ের টিএসসি মিলনায়তনে বাংলাদেশ জার্নালিজম স্টুডেন্টস কাউন্সিল আয়োজিত ‘থার্ড জার্নালিজম স্টুডেন্টস ফেস্ট-২০২৩’ অনুষ্ঠানে ডিজিটাল প্লাটফর্মে উপস্থিত থেকে  প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন। অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ‌্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ‌্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক। বাংলাদেশ জার্নালিজম স্টুডেন্টস কাউন্সিলের সভাপতি মোঃ হেদায়েতুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ সহকারী ব‌্যারিস্টার বিপ্লব বড়ুয়া, জাতীয় প্রেসক্লাবের সভাপতি ফরিদা ইয়াসমিন, জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ‌্যালয়ের জার্নালিজম ও মিডিয়া স্টাডিজ বিভাগের সহযোগী অধ‌্যাপক রাকিব আহমেদ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ‌্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ‌্যাপক ড. মোঃ মফিজুর রহমান প্রমূখ বক্তৃতা করেন।

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী  স্মার্ট বাংলাদেশের জন‌্য স্মার্ট মানুষের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে বলেন, স্মার্ট মানুষ মানে পোষাকে বা আচার আচরণে  নয়, স্মার্ট মানুষ হচ্ছে ডিজিটাল যন্ত্র ব‌্যবহারের দক্ষতাসম্পন্ন মানুষ। তিনি বলেন,  ১৯৭২ সালে সাংবাদিকতা  যখন শুরু করি তখন লাইব্রেরিতে কাজ করতে হয়েছে। এখন লাইব্রেরিতে যাওয়ার দরকার হয় না, সার্চ ইঞ্জিন ব্রাউজ করে প্রয়োজনীয় তথ‌্য উপাত্ত পাওয়া যায়।

২০১৯ সালে বার্সিলোনায় ওয়ার্ল্ড মোবাইল কংগ্রেসের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে ডিজিটাল প্রযুক্তি বিকাশের এই অগ্রদূত  বলেন, আমরা প্রযুক্তি যুগে বাস করছি, প্রযুক্তি আরো প্রসারিত হবে। সময়ের সাথে আমাদের প্রস্তুতি নিতেই হবে। তিনি বলেন, ইউরোপ - আমেরিকা মনে করে মানুষের স্বল্পতা তারা প্রযুক্তি দিয়ে পূরণ করবে কিন্তু আমাদের জন‌্য হচ্ছে, মানুষের বিকল্প প্রযুক্তি নয়। বরং আমরা প্রযুক্তি উদ্ভাবন করবো এবং ব‌্যবহার করবো। অর্থাৎ প্রযুক্তি ও মানুষের মিশেলে আমাদের এগুতে হবে।

ডিজিটাল সংযুক্তির মহাসড়কে চলার দক্ষতা নিয়ে স্মার্ট বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার আশাবাদ ব‌্যক্ত করে কম্পিউটারে বাংলাভাষার প্রবর্তক মোস্তাফা জব্বার বলেন, ডিজিটাল বাংলাদেশের সুফল তৃণমূল জনগোষ্ঠীর দোরগোড়ায় পৌছে গেছে, এ বছর  ঈদ যাত্রায় রেলের সব টিকিট অনলাইনে ক্রয়, জমির পর্চা এবং করোনাকালে ডিজিটাল সংযোগের মাধ‌্যমে মানুষের অচল জীবনযাত্রা সচল রাখা সম্ভব হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৬ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত সময়ে বঙ্গবন্ধুর রোপণ করা বীজটিকে চারা গাছে রূপান্তর করেন। গত ২০০৯ সাল থেকে গত চৌদ্দ বছরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরে তা আজ বিরাট মহিরূহে রূপান্তরিত হয়েছে।

অনুষ্ঠানে বক্তারা সাংবাদিকতার আগামীর চ‌্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ডিজিটাল দক্ষতা অর্জনের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

#

শেফায়েত/পাশা/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২৩/১৮১০ ঘণ্টা 

তথ্যবিবরণী                                                                                   নম্বর : ১৮৬৬

**গ্রাহকদের বিশ্বস্ততার সাথে নিরবচ্ছিন্ন সেবা দিতে স্মার্ট জ্বালানি পরিকল্পনা প্রয়োজন**

**--বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৭ জ্যৈষ্ঠ (২১ মে) :

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বলেছেন, গ্রাহকদের বিশ্বস্ততার সাথে নিরবচ্ছিন্ন সেবা দিতে স্মার্ট জ্বালানি পরিকল্পনা প্রয়োজন। প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়াতে পারলে সেবার মান স্বয়ংক্রিয়ভাবেই বাড়বে। দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হবে। সিদ্ধান্ত নেয়ার প্রক্রিয়ায় কোনোভাবেই দেরি করা যাবে না।

প্রতিমন্ত্রী আজ অনলাইনে ‘হাইড্রোকার্বন ইউনিট’ আয়োজিত ‘Smart Energy Planning of Bangladesh’ শীর্ষক ভার্চুয়াল সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, পারিপার্শ্বিক পরিবেশ ও ব্যবস্থাপনা স্মার্ট করতে পারলে স্বয়ংক্রিয়ভাবেই নিজেরা স্মার্ট হবে। দ্রুত সেবা দিতে পারলে গ্রাহক সন্তুষ্টি বাড়বে।

সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বুয়েটের অধ্যাপক ড. এ বি এম আলিম আল ইসলাম। মূল প্রবন্ধে তিনি স্মার্ট পরিকল্পনায় ব্যবস্থাপনা ও কর্মপন্থার দৃষ্টিভঙ্গি, প্রযুক্তির দৃষ্টিভঙ্গি, উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের প্রেক্ষাপট এবং গবেষণা ও উন্নয়ন প্রেক্ষাপট প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন।

ভার্চুয়াল সেমিনারে হাইড্রোকার্বন ইউনিটের মহাপরিচালক তাহমিনা ইয়াসমিনের সভাপতিত্বে অন্যান্যের মাঝে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের সচিব ড. মোঃ খায়েরুজ্জামান মজুমদার, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন এর চেয়ারম্যান এ বি এম আজাদ ও পেট্রোবাংলার চেয়ারম্যান জনেন্দ্র নাথ সরকার সংযুক্ত থেকে বক্তব্য রাখেন।

#

আসলাম/পাশা/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২৩/১৭৪৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                      নম্বর : ১৮৬৫

**পেঁয়াজের কেজি ৮০ টাকা গ্রহণযোগ্য নয়; ২-৩ দিনের মধ্যে আমদানির সিদ্ধান্ত**

**---কৃষিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৭ জ্যৈষ্ঠ (২১ মে):

পেঁয়াজের দাম ৮০ টাকা কেজি কোনক্রমেই গ্রহণযোগ্য নয় বলে মন্তব্য করেছেন কৃষিমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক। একইসঙ্গে, দাম কিছুটা কমতির দিকে থাকায় আরও ২-৩ দিন বাজার পরিস্থিতি দেখে পেঁয়াজ আমদানির বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে জানান তিনি।

আজ নিজ অফিস কক্ষে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়কালে মন্ত্রী এসব কথা বলেন**।**

মন্ত্রী বলেন, গতবছর দেশে পেঁয়াজের উৎপাদন ও মজুত ভালো ছিল। পেঁয়াজের দাম কম ছিল, কৃষকেরা কম দাম পেয়েছিল। সে বছর দাম বাড়বে-এই আশায় মজুত করে রাখা পেঁয়াজ পচে গিয়েছিল। কৃষকেরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। সেজন্য, এবছর পেঁয়াজের কী অবস্থা আমরা দেখতে চাচ্ছি। কৃষকের নিকট, গুদামে ও আড়ৎদারের নিকট কী পরিমাণ পেঁয়াজ আছে, তা দেখতে গত ২-৩ দিন মাঠ পর্যায়ের বিপুল সংখ্যক কর্মকর্তা মাঠপর্যায়ে খোঁজখবর নিয়েছেন। মাঠ থেকে তথ্য পেয়েছি যে, যথেষ্ট পেঁয়াজ মজুত আছে। তবে, দাম আরো বাড়বে-এই আশায় বাজারে বিক্রি করছে না। এছাড়া, কেবলই পেঁয়াজের মৌসুম শেষ হয়েছে। এই মুহূর্তে দাম বাড়ার কথা না। সিন্ডিকেটের হাত আছে কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

মন্ত্রী বলেন, পেঁয়াজের দাম বেশি হওয়ায় মধ্যম আয়ের, সীমিত আয়ের মানুষের কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু আমরা শেষ পর্যন্ত চাষির স্বার্থটা দেখতে চাচ্ছি। কারণ, গতবছর কৃষকেরা দাম কম পাওয়ায় এবছর পেঁয়াজের উৎপাদন কমেছে প্রায় ২ লাখ টনের মতো। আমরা উচ্চপর্যায়ে, নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে আলোচনা করছি। গভীরভাবে বাজার পর্যবেক্ষেণ করছি। ২-৩ দিনের মধ্যে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে পেঁয়াজ আমদানি করা হবে কি না।

মন্ত্রী বলেন, পেঁয়াজ খুবই পচনশীল ফসল। এটি রাখা কঠিন। পেঁয়াজ রাখা যায় না, শুকিয়ে যায়, পচে যায়। তবে আমরা কিছু প্রযুক্তি নিয়ে এসেছি, কীভাবে গুদামে রাখা যায়। যদি শেলফ লাইফ বাড়ানো যেত, তাহলে আমাদের যে উৎপাদন হচ্ছে, তাতে পেঁয়াজ দিয়ে বাজার ভাসিয়ে দেওয়া যেত।

**নিষেধাজ্ঞা দেওয়ার কোনো কারণ নেই : কৃষিমন্ত্রী**

            নতুন করে মার্কিন নিষেধাজ্ঞা আরোপের বিষয়ে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন, নতুন করে মার্কিন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার কোনো কারণ দেখছি না। আমার ধারণা, যুক্তরাষ্ট্র নতুন করে আর কোনো নিষেধাজ্ঞা আরোপ করবে না। তারা বাস্তবতা বুঝবে এবং একটি সুষ্ঠু, সুন্দর ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিষয়ে সহযোগিতা দিবে।

            মন্ত্রী বলেন, স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে আমাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে বিদেশিদের হস্তক্ষেপ কোনোদিনই আমরা কামনা করি না ও সহজভাবে নিতে পারি না। দেশে একটি নির্বাচিত সরকার রয়েছে, আর ৬ মাস পর আরেকটি নির্বাচন হবে। সংবিধান অনুযায়ীই সেই নির্বাচন হবে।

চলমান পাতা-২

পাতা-২

মিশরের উদাহরণ টেনে মন্ত্রী বলেন, মিশরে নির্বাচিত সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করে সেনাবাহিনী ক্ষমতায় আসার ৬ মাসের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র সেদেশকে ৮০০ মিলিয়ন ডলার সহায়তা দিয়েছে।

কৃষিসচিবের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের বৈঠক

**যুক্তরাষ্ট্র থেকে কাঁচা তুলা আমদানিতে ফিউমিগেশন করতে হবে না**

যুক্তরাষ্ট্র থেকে কাঁচা তুলা আমদানির ক্ষেত্রে দেশে আর পোকামাকড় মুক্তকরণ বা ফিউমিগেশন করতে হবে না বলে জানিয়েছেন কৃষিসচিব ওয়াহিদা আক্তার। তিনি বলেন, এতদিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে তুলা আমদানির ক্ষেত্রে দেশে পৌঁছানোর পর পোকামাকড়মুক্ত করে, বন্দর থেকে খালাসের ছাড়পত্র নিতে হতো। যুক্তরাষ্ট্র তুলা রপ্তানির আগে সেদেশে পোকামাকড়মুক্ত করে, সেটি দেশেও আরেকবার ফিউমিগেশন করা হতো। সেজন্য, দুবার পরীক্ষা বা ডাবল ফিউমেগেশন বন্ধ করতে যুক্তরাষ্ট্রসহ ব্যবসায়ীরা অনেকদিন ধরে দাবি জানিয়ে আসছিলেন। এ অবস্থায়, বাংলাদেশ থেকে একটি বিশেষজ্ঞ দল সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র সফর করে কাঁচা তুলা পোকামাকড়মুক্ত করার পদ্ধতি দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

আজ সচিবালয়ে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য ও দূতাবাসের প্রতিনিধিদলের সাথে বৈঠক শেষে কৃষিসচিব এসব কথা বলেন।

এসময় যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য ও দূতাবাসের ১২ সদস্যের প্রতিনিধিদলে বাণিজ্য প্রতিনিধি ডেপুটি এসিসট্যান্ট ব্রেন্ডন লিঞ্চ, সাউথ এশিয়ার ডিরেক্টর মেহনাজ খান, রিজিওনাল আইপি অ্যাটাশে জন কাবেকা, ঢাকার ইউএস দূতাবাসের ইকনমিক চিফ জোসেফ গিবলিন, এগ্রিকালচার অ্যাটাশে মেগান ফ্রান্সিস, লেবার অ্যাটাশে লিনা খান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

তুলা উন্নয়ন বোর্ডের তথ্যমতে, দেশে বছরে তুলার চাহিদা ৮৫ লাখ বেল। দেশে উৎপাদন হয় প্রায় ২ লাখ বেল। আর যুক্তরাষ্ট্র থেকে বছরে সাড়ে ৭ লাখ বেল তুলা আমদানি হয়।

#

কামরুল/পাশা/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২৩/১৮০৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                   নম্বর : ১৮৬৪

**পেঁয়াজ আমদানির জন্য কৃষি মন্ত্রণালয়ে চিঠি দেয়া হয়েছে**

**--বাণিজ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ৭ জ্যৈষ্ঠ (২১ মে) :

বাজারে ভোক্তা পর্যায়ে পেঁয়াজের দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় আমদানি করার জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় থেকে কৃষি মন্ত্রণালয়ে চিঠি দেয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি।

আজ রাজধানীর বাড্ডা আলাতুন্নেছা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীড়া ও মেধা পুরস্কার এবং গুণিজন সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য শেষে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী একথা জানান।

বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, আমাদের দেশে পেঁয়াজ উৎপাদন পর্যাপ্ত হয়েছে। কিন্তু বেশি মুনাফা লাভের আশায় অনেকে পেঁয়াজ মজুত রেখে সংকট তৈরি করে বাজারকে অস্থিতিশীল করা হয়েছে। ভোক্তা পর্যায়ে পেঁয়াজের দাম কয়েকদিনের ব্যবধানে বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমান বাজার বিবেচনায় আমরা পেঁয়াজ আমদানির জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় থেকে কৃষি মন্ত্রণালয়কে অবহিত করেছি। ইমপোর্ট পারমিট বা আইপি যেহেতু কৃষি মন্ত্রণালয় দিয়ে থাকে তাই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়ার জন্য বলা হয়েছে। বাজার পর্যবেক্ষণ করে তারা এ ব্যাপারে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেবে বলে আমাদের জানিয়েছেন।

টিপু মুনশি আরো বলেন, দেশের কৃষকরা যাতে পেঁয়াজের ন্যায্যমূল্য পান সেজন্য মূলত ইমপোর্ট পারমিট বন্ধ রাখা হয়েছে। এখন যেহেতু ভোক্তাদের বাজারে পেঁয়াজ কিনতে হিমশিম খেতে হচ্ছে তাই আমদানি করা ছাড়া উপায় নেই বলেও জানান। আমদানির পর বাজারে স্থিতিশীলতা আসবে বলেও আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি।

বাজার মনিটরিং করা হচ্ছে কি না এমন প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরসহ সংশ্লিষ্টদের দিয়ে বাজার মনিটরিং করা হচ্ছে। নির্ধারিত দামে বাজারে চিনি বিক্রয় করছে কি না তা পর্যবেক্ষণে মনিটরিং করা হচ্ছে।

এর আগে দেয়া প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেলে রূপান্তরিত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুদূরপ্রসারী নেতৃত্বের ফলে এত অল্প সময়ের মধ্যে দেশের সকল খাতে যে উন্নয়ন সাধিত হয়েছে সেজন্য বিশ্ববাসী অবাক চিত্তে তাকিয়ে রয়। শিক্ষার উন্নয়নেও অনেক সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিয়ে বাস্তবায়ন করছে সরকার। তিনি আরো বলেন, বাংলাদেশ স্বল্প-উন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে রূপান্তরিত হয়েছে। ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে শেখ হাসিনা পথনকশা তৈরি করেছেন। এই লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করার জন্য সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে।

শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্য করে টিপু মুনশি বলেন, এ দেশের স্বাধীনতা অনেক রক্তের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে। অনেক জীবনের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতার রক্ষার দায়িত্ব নতুন প্রজন্মকে নিতে হবে। সন্তানদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় যোগ্য এবং মানবিক গুণাবলি সম্পন্ন করে গড়ে তুলতে অভিভাবকদের প্রতি আহ্বান জানান তিনি।

বিদ্যালয়ের সভাপতি ও বাড্ডা ২১ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর মাসুম গণি তাপসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন সাবেক সিনিয়র সচিব মফিজুল ইসলাম।

#

হায়দার/পাশা/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২৩/১৭২৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                      নম্বর : ১৮৬৩

**বিএনপির আন্দোলনের ঘোষণা কাগুজে বাঘ ছাড়া কিছু নয়**

**---তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী**

ঢাকা, ৭ জ্যৈষ্ঠ (২১ মে):

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, ক’দিন পর পর বিএনপির নানা আন্দোলনের ঘোষণা আসলে ‘কাগুজে বাঘ’ এবং ‘খালি কলসি বাজে বেশি’র মতো।

আজ সচিবালয়ে সাংবাদিকরা ‘বিএনপি এখন সরকার পতনের এক দফা দাবির আন্দোলনের ঘোষণা দিয়েছে’ এ নিয়ে প্রশ্ন করলে মন্ত্রী বলেন, ‘এই এক দফা বহু আগে থেকেই তারা দিয়েছে। বিএনপি মাঝে মধ্যেই এক দফায় যায় আবার দফা বাড়ে, কিছুদিন পর পর এই ঘটনা ঘটে। আগেও তারা এ রকম ১০ দফা, ১৪ দফা, ১২ দফা, সর্বশেষ ১৭ দফা দিয়েছিল। তাদের জোটের আকারও বাড়ে আবার কমে, অ্যামিবার মতো নিজেরা ভাগ হয়ে আবার দ্বিখণ্ডিত-ত্রিখণ্ডিত হয়।’

মন্ত্রী বলেন, ‘‘বিএনপির এই সার্কাস আমরা বহুদিন ধরে দেখে আসছি। আর মির্জা ফখরুল সাহেবের বক্তব্যের সার্কাসও মানুষ দেখছে। মানুষের কাছে এগুলো এখন হাস্যরস আর কৌতুক। এবং বিএনপির এসব ঘোষণা ‘কাগুজে বাঘ’ আর ‘খালি কলসি বেশি বাজা’ ছাড়া অন্য কোনো কিছুই নয়।’’

একটি দৈনিক পত্রিকার রিপোর্ট উদ্ধৃত করে সাংবাদিকরা দেশের ওপর ‘স্যাংশন’ সম্ভাবনা নিয়ে প্রশ্ন করলে সম্প্রচার মন্ত্রী হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, ‘‘যে পত্রিকা লিখেছে তাদের জিজ্ঞাসা করুন, আমার এ বিষয়ে কোনো কিছু জানা নেই। আরেকটি কথা হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আমাদের উন্নয়ন সহযোগী, তাদের সাথে আমাদের সম্পর্ক অত্যন্ত চমৎকার। গত ৫১ বছর ধরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশ বিনির্মাণে সহায়তা করে আসছে, আমাদের নিরাপত্তাবাহিনীকেও প্রশিক্ষণসহ নানা সহায়তা দিয়ে আসছে এবং সেই সহায়তা অব্যাহত আছে। আমরা মনে করি, আমাদের যারা উন্নয়ন সহযোগী, তাদের সহযোগিতায় দেশ আজ সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাচ্ছে। সেই ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র আমাদের এক অত্যন্ত ‘প্রোফাউন্ড ডেভেলপমেন্ট পার্টনার’।’’

আর নিষেধাজ্ঞা আর পাল্টা-নিষেধাজ্ঞা এগুলো দিয়ে কোনো লাভ হয় না, সেটি ইতিমধ্যেই প্রমাণিত হয়েছে উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, ‘ইরানের বিরুদ্ধে অনেকেই স্যাংশন দিয়ে রেখেছে ইরানের সরকারতো পড়ে যায় নাই, বহাল তবিয়তে আছে। বহু বছরের স্যাংশনেও ছিলো কিউবাকে টলানো যায় নাই, সরকারও পরিবর্তন হয় নাই। মিয়ানমারের বিরুদ্ধে বহু বছর ধরে বহু স্যাংশন, সেখানকার সরকার তো পরিবর্তন হয় নাই। রাশিয়ার বিরুদ্ধে বহু স্যাংশন, সেগুলো অমান্য করেই ইউরোপের বিভিন্ন দেশ এবং অনেকেই তাদের কাছ থেকে পণ্য আমদানি করছে। অর্থাৎ এগুলো দিয়ে আসলে লাভ হয় না।’

ভোগ্যপণ্যের অবৈধ মজুতদারী ও দ্রব্যমূল্য নিয়ে প্রশ্নের জবাবে সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, ‘আমাদের দেশে পণ্যের কোনো সংকট নাই। সমস্ত ভোগ্যপণ্য যথেষ্ট মজুত আছে এবং ভোগ্যপণ্য আসছেও। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, কয়েকজন ব্যবসায়ী এগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করার অপচেষ্টায় থাকে। কিছু আড়ৎদার মজুতদার অস্বাভাবিকভাবে তাদের মুনাফা লাভের জন্য দাম বাড়ায়। এটি অনৈতিক, আইনবিরুদ্ধ। বাংলাদেশে মজুত সংক্রান্ত এবং মজুতদারীর বিরুদ্ধে আইন আছে। ভোক্তা অধিকার সংস্থা এ নিয়ে কাজ করছে, কিছু সুফলও আমরা পেয়েছি। এখনও যারা অস্বাভাবিকভাবে বিভিন্ন পণ্যের দাম অহেতুক বাড়াচ্ছে, জনগণের ভোগান্তি তৈরি করছে বা তৈরির অপচেষ্টা চালাচ্ছে, সরকার প্রয়োজনে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর হস্তে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।’

এর আগে তথ্যমন্ত্রী হাছান মাহ্‌মুদ রাজনীতি গবেষক এইচএম মেহেদী হাসান গ্রন্থিত ‘সাবাস বাংলাদেশ’, ‘ছোটদের বঙ্গবন্ধু’ ও মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস ‘ভালোবাসার ফুল’ শীর্ষক তিনটি বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করেন। এ সময় হাছান মাহ্‌মুদ বই তিনটির লেখককে এবং প্রকাশক অনার্য পাবলিকেশনস ও অর্জন প্রকাশনকে অভিনন্দন জানান। গ্রন্থকার মেহেদী হাসান ও প্রকাশক আবু হাশেম সরকার মোড়ক উন্মোচনে অংশ নেন।

#

আকরাম/পাশা/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২৩/১৭১৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                   নম্বর : ১৮৬২

**কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ৭ জ্যৈষ্ঠ (২১ মে):

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী শনিবার সকাল ৮টা থেকে আজ রবিবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ১৯ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার তিন দশমিক ১৬ শতাংশ। এ সময় ৬০২ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে কেউ মারা যায়নি। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৪৪৬ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ২০ লাখ ৬ হাজার ৫১ জন।

#

সুলতানা/পাশা/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২৩/১৭০৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                   নম্বর : ১৮৬১

**খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতে খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন ভূমিকা রাখবে**

**- খাদ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ৭ জ্যৈষ্ঠ (২১ মে) :

খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন ভূমিকা রাখবে বলে মন্তব্য করেছেন খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার।

আজ ওল্ড ইন্ডিয়া হাউজে ভারতীয় হাইকমিশন আয়োজিত ফুড সিকিউরিটি এন্ড ইম্পর্টেন্স অব মিলেট শীর্ষক প্রদর্শনীতে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এ মন্তব্য করেন।

মন্ত্রী বলেন, জনসংখ্যার ঊর্ধ্বগতি ও জলবায়ুর বিরূপ পরিবর্তন আমাদের খাদ্য নিরাপত্তাকে প্রতিনিয়ত চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে। ধান ও গমের উৎপাদন কম হলে সারা পৃথিবীতে খাদ্যসংকট দেখা দেয়। ফলে চাল ও গমের দাম বেড়ে যায়। এ সংকট কাটাতে মিলেট (স্মল গ্রেইন সিরিয়ালস) উৎপাদন ও ব্যবহার বাড়াতে হবে।

সাধন চন্দ্র মজুমদার বলেন, প্রাচীনকাল থেকে উপমহাদেশে মিলেটের উৎপাদন ও ব্যবহার ছিলো। এটির চাষ করতে খরচ কম কিন্তু পুষ্টিমান বেশি এবং জলবায়ুর বিরূপ প্রভাব মোকাবিলায় এটি সক্ষম। আমাদের দেশে রাজশাহী ও চাঁপাইনবাবগজ্ঞ জেলায় মিলেট চাষের উপযোগী আবহাওয়া রয়েছে। এছাড়া দেশের কিছু অঞ্চলে কাউন ও চিনা আবাদ হয় যা মিলেট গোত্রের ফসল। যে সকল জমিতে ধানের আবাদ হয়না কিংবা খরা প্রবণ সেখানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনা মোতাবেক এক ইঞ্চি জমিও অনাবাদি না রেখে মিলেট চাষ করা যেতে পারে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন মন্ত্রী।

খাদ্যমন্ত্রী আরো বলেন, আমাদের চরাঞ্চলেও মিলেট সম্ভাবনাময় ফসল হতে পারে। মিলেট যেহেতু পুষ্টিমানসম্পন্ন তাই এর চাষাবাদ ও বাজারজাতকরণে সচেতনতা বাড়ানোর বিকল্প নেই। মিলেটকে জনপ্রিয় করে তুলতে ভারত ও বাংলাদেশ একযোগে কাজ করতে পারে বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার প্রনয় ভার্মার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জাতিসংঘ ফুড এন্ড এগ্রিকালচার অর্গানাইজেশনের বাংলাদেশ রিপ্রেজেনটেটিভ রবার্ট ডি সিম্পসন। কি নোট পেপার উপস্থাপন করেন শেরে বাংলা এগ্রিকালচার ইউনিভার্সিটির প্রফেসর ড. মির্জা হাসানুজ্জামান।

উল্লেখ্য, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে জাতিসংঘের ৭৫তম সাধারণ অধিবেশনে ২০২৩ সালকে ইন্টারন্যাশনাল ইয়ার অব মিলেট ঘোষণা করা হয়। এর ধারাবাহিকতায় বিভিন্ন দেশে মিলেট নিয়ে সভা, সেমিনার ও প্রদর্শনী আয়োজন করে আসছে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ।

#

কামাল/মেহেদী/পরীক্ষিৎ/সিরাজ/রাসেল/আসমা/২০২৩/১৪৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৮৬০

**রাষ্ট্রপতির সাথে সৌদি রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ**

**ঢাকা,** ৭ জৈষ্ঠ্য **(২১ মে) :**

রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিনের সঙ্গে আজ বঙ্গভবনে সাক্ষাৎ করেছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত সৌদি আরবের রাষ্ট্রদূত ঈসা ইউসেফ ঈসা আল- দুহাইলান।

সাক্ষাৎকালে রাষ্ট্রপতি বলেন, সৌদি আরবের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক অত্যন্ত চমৎকার। বাংলাদেশিদের জন্য হজ প্রক্রিয়া সহজ করা এবং ই-ভিসা চালু করায় সৌদি সরকারকে ধন্যবাদ জানান রাষ্ট্রপতি।

সৌদি আরব বাংলাদেশের জনশক্তি রপ্তানির সবচেয়ে বড়ো গন্তব্য উল্লেখ করে রাষ্ট্রপতি বলেন, সৌদি আরবে প্রবাসী বাংলাদেশিরা উভয় দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। দু’দেশের মধ্যে বাণিজ্য বিনিয়োগ বাড়াতে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে পারস্পরিক সফর বিনিময়ের ওপর জোর দেন রাষ্ট্রপতি।

সৌদি আরবের রাষ্ট্রদূত বলেন, বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নের সাথে সাথে বিদ্যুৎ ও জ্বালানিসহ বিভিন্ন খাতে সৌদি বিনিয়োগও ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। কুয়েতের পরে বাংলাদেশ দ্বিতীয় দেশ যেখানে মোবাইল ওমরাহ ভিসা কার্যকর করা হয়েছে। সৌদি আরবের বড় বড় অনেক কোম্পানি বাংলাদেশে বিনিয়োগে আগ্রহ দেখাচ্ছে বলেও জানান তিনি।

সাক্ষাৎকালে রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ের সচিব সম্পদ বড়ুয়া, সামরিক সচিব মেজর জেনারেল এস এম সালাহ উদ্দিন ইসলাম, প্রেস সচিব মোঃ জয়নাল আবেদীন এবং সচিব (সংযুক্ত) মোঃ ওয়াহিদুল ইসলাম খান উপস্থিত ছিলেন।

#

হাসান/মেহেদী/পরীক্ষিৎ/সিরাজ/রাসেল/শামীম/২০২৩/১৪৪৪ ঘণ্টা

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৮৫৯

**সিআইপি (শিল্প) ২০২১ সম্মাননা প্রদান উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতির বাণী**

**ঢাকা,** ৭ জৈষ্ঠ্য **(২১ মে) :**

রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন আগামীকাল ‘সিআইপি (শিল্প) ২০২১’ সম্মাননা প্রদান উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“শিল্প মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে শিল্পখাতের উৎকর্ষ সাধনের স্বীকৃতি স্বরূপ নির্বাচিত শিল্পোদ্যোক্তাদের ‘সিআইপি (শিল্প) ২০২১' সম্মাননা প্রদানের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। আমি সম্মাননাপ্রাপ্ত উদ্যোক্তাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই।

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে শিল্পখাতের অবদান অনস্বীকার্য। টেকসই ও পরিবেশবান্ধব শিল্পায়নের ওপর জাতির সামগ্রিক অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি নির্ভর করে। দেশে শিল্পোন্নয়নের ধারা অক্ষুণ্ণ রেখে শিল্পখাতে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন ও টেকসই শিল্পায়নের ক্ষেত্রে সরকারের গৃহীত বহুমুখী উদ্যোগ শিল্পখাতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। শিল্প কারখানায় আধুনিক ও পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানোর ফলে দেশে এখন বিশ্বমানের শিল্পপণ্য উৎপাদন হচ্ছে এবং রপ্তানি বাণিজ্যে বাংলাদেশের অবদান সুসংহত হচ্ছে। বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকট ও নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও শিল্পখাতের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব হয়েছে এবং জিডিপিতে শিল্প খাতের অবদান ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে উন্নীত হয়েছে।

‘সিআইপি (শিল্প) ২০২১’ সম্মাননা শিল্পোদ্যোক্তা ও প্রতিষ্ঠানের জন্য একটি অনন্য রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি এবং সরকারি/বেসরকারি উদ্যোক্তাদের প্রতি সরকারের ধারবাহিক পৃষ্ঠপোষকতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এ সম্মাননা শিল্পোদ্যোক্তাদের পণ্যের উৎকর্ষ সাধনে অনুপ্রাণিত করবে এবং উন্নয়নশীলতা বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে বলে আমি মনে করি। আমি আশা করি শিল্পোদ্যোক্তাদের সম্মাননা প্রদান নবীন শিল্পোদ্যোক্তাগণকে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন শিল্প কারখানা স্থাপনে উৎসাহিত করবে এবং দেশে গুণগত শিল্পায়নের ধারা অধিকতর বেগবান হবে এবং সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন আরো তরান্বিত হবে।

আমি ‘সিআইপি (শিল্প) ২০২১' সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানের সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

হাসান/মেহেদী/পরীক্ষিৎ/সিরাজ/রাসেল/শামীম/২০২৩/১২৪৪ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী                                                                                                 নম্বর : ১৮৫৮

**সিআইপি (শিল্প) ২০২১ হিসেবে নির্বাচিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে**

**সম্মাননা ও সিআইপি কার্ড প্রদান উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ৭ জ্যৈষ্ঠ (২১ মে) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ‘সিআইপি (শিল্প) ২০২১’ হিসেবে নির্বাচিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে সম্মাননা ও সিআইপি কার্ড প্রদান উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“শিল্প মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ‘সিআইপি (শিল্প) ২০২১’ হিসেবে নির্বাচিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে সম্মাননা ও সিআইপি কার্ড প্রদান করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। আমি ‘সিআইপি (শিল্প) ২০২১’ হিসেবে নির্বাচিত শিল্প উদ্যোক্তাদের অভিনন্দন জানাই।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার মহানায়ক, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৫৬ সালে তৎকালীন সরকারের শিল্প, বাণিজ্য, শ্রম, দুর্নীতি দমন ও গ্রাম সহায়তা মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী থাকাকালীন সর্বপ্রথম এ অঞ্চলে শিল্প প্রসারে উদ্যোগ গ্রহণ করেন। জনগণের ভাগ্য উন্নয়নে শিল্পায়নের গুরুত্ব অনুধাবন করে তিনি ১৯৫৭ সালে ইস্ট পাকিস্তান স্মল এন্ড কটেজ ইন্ডাস্ট্রিজ (ইপসিক) প্রতিষ্ঠা করেন। স্বাধীনতার পরে তিনি তৃণমূল পর্যায়ে শ্রমঘন শিল্পায়নের ধারা বেগবান করে টেকসই ও সুষম অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে দেশকে এগিয়ে নিতে নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। জাতির পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে আওয়ামী লীগ সরকার দেশব্যাপী শিল্পখাতের কার্যকর বিকাশে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। পরিবেশবান্ধব ও পরিকল্পিত শিল্পায়নের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে জাতীয় শিল্পনীতি ২০২২ প্রণয়ন করা হয়েছে। পাশাপাশি খাতভিত্তিক পৃথক নীতিমালাও তৈরি করা হয়েছে। আমাদের সরকারের গৃহীত শিল্পনীতি ও কর্মসূচির ফলে দেশে টেকসই ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পসহ বিভিন্ন শিল্পখাত দ্রুত বিকশিত হচ্ছে এবং জাতীয় অর্থনীতিতে শিল্পখাতের অবদান ক্রমেই জোরদার হচ্ছে। শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিকাশের জন্য আমরা সারাদেশে ১০০টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তুলছি। ফলে দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান, নারীর ক্ষমতায়নসহ আর্থসামাজিক অগ্রগতির বিভিন্ন সূচকে বাংলাদেশ প্রতিবেশী দেশগুলো থেকে এগিয়ে আছে। সম্প্রতি বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের যোগ্যতা অর্জন করেছে। দেশের মোট জিডিপিতে শিল্পখাতের অবদান ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে ৩৭.০৭ শতাংশে উন্নীত হয়েছে এবং ২০২৭ সাল নাগাদ তা ৪০ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্য নিয়ে আমরা কাজ করে যাচ্ছি।

সারা বিশ্বে চলমান শিল্প বিপ্লবের ধারা শিল্প উৎপাদনে ব্যাপক প্রযুক্তিগত পরিবর্তন এনেছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও রোবটিক টেকনোলজির ব্যবহার শিল্প উৎপাদনের ধারা পাল্টে দিয়েছে এবং পূর্বের তুলনায় উৎপাদনশীলতা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যান্য উন্নত দেশের মতো বাংলাদেশেও বেসরকারি খাতের শিল্প-কারখানায় অত্যাধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগ বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে ম্যানুফ্যাকচারিং ও সেবা শিল্পখাতে প্রবৃদ্ধির ইতিবাচক ধারা তৈরি হয়েছে। এ ধারা এগিয়ে নিতে আমাদের সরকার সম্ভব সব ধরনের নীতি সহায়তা ও প্রণোদনা দিয়ে যাচ্ছে। এতে করে দেশের শিল্পখাত উজ্জীবিত হচ্ছে এবং জ্ঞানভিত্তিক ও স্মার্ট শিল্পায়নের ধারা বেগবান হচ্ছে।

শিল্প মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ‘সিআইপি (শিল্প) ২০২১’ হিসেবে নির্বাচিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে সম্মাননা ও কার্ড প্রদানও আমাদের সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা ও নীতি সহায়তার গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এর মাধ্যমে আমি মনে করি, বেসরকারি খাতের উদ্যোক্তাগণ শিল্পখাতে তাদের সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনী ক্ষমতাকে কাজে লাগাতে অনুপ্রাণিত হবেন। তাঁরা নিজ নিজ শিল্প-কারখানায় নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার ও উৎপাদনশীলতা বাড়াতে মনোযোগী হবেন এবং উৎপাদিত পণ্যের গুণগতমান আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীত করে রপ্তানি বৃদ্ধিতেও অবদান রাখবেন। ফলে একদিকে যেমন তাঁরা ব্যক্তিগতভাবে লাভবান হবেন, অন্যদিকে জাতীয় অর্থনীতিও সমৃদ্ধ হবে। দেশে নতুন শিল্প স্থাপন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির প্রয়াস জোরদার হবে বলে আমার বিশ্বাস। শিল্পায়নের চলমান ধারা অব্যাহত রেখে ২০৪১ সাল নাগাদ জাতির পিতার স্বপ্নের ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত ও উন্নত-সমৃদ্ধ স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে সক্ষম হবো, ইন্‌শাল্লাহ।

আমি ‘সিআইপি (শিল্প) ২০২১’ হিসেবে নির্বাচিতদের সম্মাননা ও সিআইপি কার্ড প্রদান অনুষ্ঠানের সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

ইমরুল/মেহেদী/পরীক্ষিৎ/সিরাজ/সাঈদা/আসমা/২০২৩/১০৩০ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

তথ্যবিবরণী                                                                                   নম্বর : ১৮৫৭

হজ ফ্লাইট উদ্বোধনকালে বিমান প্রতিমন্ত্রী

**সরকারের সফল কূটনীতির কারণে হজযাত্রা হয়েছে সহজ ও আরমদায়ক**

ঢাকা, ৭ জ্যৈষ্ঠ (২১ মে) :

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী বলেছেন, প্রতিবছরের মতো এবারও হজের গুরুত্ব ও ধর্মপ্রাণ মানুষের অনুভূতিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে সুষ্ঠু হজ পরিবহন কার্যক্রম পরিচালনার সকল প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর কূটনৈতিক সফলতার কারণে ২০১৯ থেকে ঢাকা বিমানবন্দরেই সম্পন্ন হচ্ছে হজযাত্রীদের সৌদি আরব অংশের ইমিগ্রেশন, হজযাত্রা হয়েছে সহজ ও আরমদায়ক।

তিনি গতকাল হজ ফ্লাইট এর উদ্বোধন উপলক্ষ্যে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় একথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, হজ পরিবহণের সকল বিষয় আমরা সার্বক্ষণিক ও নিবিড় মনিটরিং করছি। সুষ্ঠুভাবে হজ পরিবহন কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য সম্মানিত হজযাত্রীগণ ও সকল অংশীজনের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করছি। তিনি বলেন, বিমান গত বছরের মত এবারও ঢাকা থেকে জেদ্দা ও মদিনায় ফ্লাইট পরিচালনার পাশাপাশি চট্টগ্রাম এবং সিলেট থেকেও জেদ্দায় ও মদিনায় ফ্লাইট পরিচালনা করবে।

তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের ফ্লিট আধুনিকায়নের ফলে সক্ষমতা বাড়ায় ২০১৯ সাল থেকে বিমান তাদের নিজস্ব উড়োজাহাজ দিয়ে হজ পরিবহন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এ বছরও হজযাত্রী পরিবহনে বিমান তাদের ৪ টি অত্যাধুনিক ও সুপরিসর বোয়িং-৭৭৭ ইআর এবং ১ টি বোয়িং ৭৮৭-৯ ড্রিমলাইনারসহ মোট ৫ টি উড়োজাহাজ ব্যবহার করবে।

চলতি বছরের প্রথম হজ ফ্লাইট বিজি-৩০০১ মোট ৪১৫ জন যাত্রী নিয়ে গতকাল দিবাগত রাত ৩.২০ মিনিটে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের ফ্লাইটে ঢাকা ছেড়ে যায়। এছাড়াও, বিমানের আরো ৪টি ফ্লাইট আজ দিনের বিভিন্ন সময়ে জেদ্দার উদ্দেশ্যে হজযাত্রীদের নিয়ে ঢাকা ত্যাগ করার কথা।

হজ ফ্লাইট ছেড়ে যাওয়ার সময় বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী মোঃ মাহবুব আলী, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী মোঃ ফরিদুল হক খান, বাংলাদেশে নিযুক্ত সৌদি আরবের রাস্ট্রদূত ঈসা বিন ইউসুফ আল দুহাইলানসহ অন্যান্যরা বিমানবন্দরে উপস্থিত থেকে হজযাত্রীদের বিদায় জানান।

#

তানভীর/মেহেদী/পরীক্ষিৎ/সিরাজ/সাঈদা/আসমা/২০২৩/১০৩০ ঘণ্টা